১ মার্চ ২০০৭

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ফেব্রুয়ারি মাসে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে নিহত ১৭ ॥ বিএসএফ'র গুলিতে নিহত ৬ বাংলাদেশী

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে নিহত হয়েছে ১৭ জন। উল্লেখিত ১৭ জনের মধ্যে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব)-এর হাতে ৯ জন, পুলিশের হাতে ৫ জন, সেনাবাহিনীর হাতে ১ জন এবং যৌথবাহিনীর হাতে ১ জন এবং নৌ-বাহিনীর ১ জন নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

উলেণ্ঢখ্য, ফেব্রুয়ারি মাসে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে যত ব্যক্তি নিহত হয়েছে, তার মধ্যে ৮ জন কথিত ক্রসফায়ারে মারা গেছে। এদের মধ্যে ৬ জন র‍্যাবের ক্রসফায়ারে এবং পুলিশের ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছে ২ জন।

কথিত ক্রসফায়ারের বাইরে বাকি ৯ জন বিভিন্নভাবে নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্যাতনে ১ জন, পুলিশের নির্যাতনের পর হাসপাতালে ১ জন, ১ জন র‍্যাবের গুলিতে, ২ জন র‍্যাবের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর হাসপাতালে, ১ জন যৌথবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতারের পর হাসপাতালে মারা যায়। এছাড়া ২ জন ডাকাত পুলিশের গুলিতে নিহত এবং ১ জন নৌ-বাহিনী কর্তৃক নির্যাতনে মারা গেছে।

অধিকারের রিপোর্টে আরো বলা হয়, আইন প্রয়োকারী সংস্থার হাতে নিহত ১৭ ব্যক্তির মধ্যে ২ জন বিপণ্ঢবী কমিউনিস্ট পার্টি, ১ জন বিএনপি (যুবদল), ১ জন নিউ বিপণ্ঢবী কমিউনিস্ট পার্টি, ২ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, ১ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (লাল পতাকা), ১ জন সর্বহারা পার্টি, ২ জন শ্রমজীবী মুক্তি আন্দোলন, ১ জন কৃষক, ৩ জন কথিত অপরাধী, ১ জন আটককৃত বাস চালক এবং ২ জন ডাকাত রয়েছে।

অধিকারের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে জেল হাজতে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে ৮ জন।

ফেব্রুয়ারি মাসে সারাদেশে মোট ৪৩,০৮৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে মোট ১১টি কেন্দ্রীয় কারাগার এবং ৫৫টি জেলা কারাগার রয়েছে। উক্ত কারাগারসমুহে অনুমোদিত ধারণ ক্ষমতা ২৭,২২৭ জন। তাছাড়া এ মাসে সারাদেশে রাজনীতি সংশিণ্ঢষ্ট ঘটনায় ৮ জন নিহত এবং ১০৩ জন আহত হয়েছে।

অধিকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে সারাদেশে ২ জন সাংবাদিককে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। এছাড়া ৪ জন সাংবাদিককে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

গত মাসে সারাদেশে ২০ জন নারী এবং ১৭ জন শিশুসহ মোট ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৩৭ জন। এর মধ্যে ৭ জন গণ ধর্ষণের শিকার এবং ৩ জন শিশুসহ ৬ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে বলে 'অধিকার'-এর প্রতিবেদনে উলেণ্ঢখ করা হয়।

এ রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, ফেব্রুয়ারি মাসে সারাদেশে যৌতুকের শিকার হয়েছে ২০ জন নারী। এর মধ্যে ১৩ জনকে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া ৬ জন বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং যৌতুকের কারণে আত্মহত্যা করেছে ১ জন।

এছাড়া সারাদেশে মোট ৬১ জন শিশু মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ৩০ জন নিহত, ৬ জন আহত, ১৭ জন ধর্ষিত, ১ জন অপহৃত, ১ জন আত্মহত্যা, ৭ জন নিখোঁজ এবং ২ জন এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে।

এ সময় সারাদেশে ৮ জন নারী ও ২ জন শিশুসহ মোট ১০ জন এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ১ জন নারী এসিডদগ্ধ হয়ে মারা গেছে।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী-বিএসএফ ৬ জনকে গুলি করে হত্যা করেছে। এছাড়া একই সময়ে বিএসএফ ৪ জন বাংলাদেশী নাগরিককে আহত এবং ৫ জনকে অপহরণ করেছে।

'অধিকার' প্রণীত পরিসংখ্যান অনুসারে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে সারাদেশে মোট নিহত হয়েছে ২৪২ জন।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নিহত হওয়া এবং কথিত ক্রসফায়ারের ঘটনায় 'অধিকার' উদ্বিগ্ন। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগের ব্যাপারে অধিকার উদ্বিগ্ন এবং গণগ্রেফতারের যুক্তি ও ধরন সম্বন্ধে অস্পষ্ট। এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়াও ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে।

বিকল্প বাসস্থান ও জীবিকার ব্যবস্থা না করে চলমান বস্তি উচ্ছেদের ঘটনাবলীতেও অধিকার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। আমরা আশা করি সরকার এদিকে দৃষ্টি দেবেন এবং মানবাধিকার রক্ষায় যত্নবান হবেন।

উল্লেখ্য, ‘অধিকার’ ১১টি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য পর্যালোচনা করে এবং নিজস্ব তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে এ রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছে।

বার্তা প্রেরক

এএসএম নাসিরউদ্দিন এলান
ভারপ্রাপ্ত পরিচালক
অধিকার